বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকাসক্ত রোগীদের এইডস ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

"অর্থের অভাবে কেউ যেনো চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হয়"

ঘনবসিতপূর্ণ বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি রোগঃ উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার বলেছেন, এইচআইভি/এইডস বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে অত্যন্ত একটি ঝুঁকিপূর্ণ রোগ। যারা ইনজেশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে তাঁদের এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরো বেশি। সাধারণত ছিন্নমূল, নিম্ন আয়ের মানুষ, বস্তিবাসী, বেকার যুবক-যুবতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক বেশি গ্রহণ করে। বর্তমানে ফ্যাশন হিসেবে উচ্চবিত্তের মাঝেও এ ধরণের মাদকগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় সংকট তৈরি করতে পারে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূচিত উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে এইডস থেকে, এ ধরণের সংক্রামক ব্যাধি থেকে, মাদকাসক্ত থেকে জাতিকে অবশ্যই রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে কেয়ার বাংলাদেশসহ বিভিন্ন এনজিও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। তাদের এ কর্মকাণ্ডকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এইডস চিহ্নিত করতে দেশে প্রথম ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছিল। যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃতি লাভ করে। এইডস প্রতিরোধে শুধু মাদকাসক্তদের দিকে খেয়াল রাখলে চলবে না, কারণ এটা এইডস-এ আক্রান্ত যেকোনো ব্যক্তির মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সামগ্রিকভাবে দেশের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতেও এ ধরণের রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের সুযোগ থাকতে হবে। এ ধরণের রোগীদের অবশ্যই অত্যন্ত দরদ দিয়ে আন্তরিকতার সাথে ধৈর্য্য নিয়ে চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। সাথে সাথে অর্থের অভাবে কেউ যাতে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, ইতমধ্যেই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অনেক জায়গাতেই এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের সর্বোচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে দেশে এইডস-এ আক্রান্ত কত রোগী আছে ও তাঁদের ক্লিনিক্যাল অবস্থা কি- এটা সুনিশ্চিত করতে এবং তাঁদের জন্য চিকিৎসার কার্যকরী ব্যবস্থা আবিষ্কারের নিমিত্তে নিরন্তর গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমাদের নিজস্ব তথ্য-উপত্তের ভিত্তিতেই এই মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ই দেশের গরীব মানুষের জন্য চিকিৎসার দ্বার উন্মুক্ত। মাদকাসক্ত রোগীদের এইডস ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে আয়োজিত কর্মশালাটির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান দেশের মানুষের চিকিৎসাসেবায় কল্যাণকরভাবে ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আজ বৃহস্পতিবার ২৬ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখ, সকালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের ডা. মিলন হলে মাদকাসক্ত রোগীদের এইডস ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। "ন্যাশনাল এডভোকেসি এন্ড সেনসিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অন ড্রাগ ডিপেডেন্সি এন্ড হেলথ নিডস অফ পিপল হু ইনজেক্ট ড্রাগস (পিডব্লিউআইডি) (National Advocacy and Sensitization Workshop on Drug Dependency and Health Needs of People Who Inject Drugs (PWID))" শীর্ষক কর্মশলায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও কেয়ার বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহায়তায় আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি)-এর উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোঃ বেলাল হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন বিএসএমএমইউ-এর অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. নাজমুল করিম মানিক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কেয়ার বাংলাদেশ এর টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর-কিউএ/কিউআই জিএফপিডব্লিউআইডি প্রজেক্ট-এর ডা. আবুল হোসেন শেখ। পরিচালনা করেন কেয়ার বাংলাদেশ-এর জিএফপিডব্লিউআইডি প্রজেক্ট, হেলথ ইউনিট-এর টিম লিডার সাকিনা সুলতানা।